প্রথম আলো

তারিখ 23 AUG 2013
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে 'শিক্ষক-কর্মচারীদের' ধর্মঘট

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিবেদক, রংপুর ●

রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সাবেক উপাচার্যের আমলে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ পাওয়া শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে আবারও আন্দোলনে নেমেছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার থেকে প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের ব্যানারে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট শুরু হয়েছে।

গতকাল সকাল নয়টার দিকে একাডেমিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে দেন অস্থায়ীভাবে নিয়োগ পাওয়া শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ক্লাস ও পরীক্ষা হয়নি। এদিকে ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি স্বাভাবিক রেখে ক্লাস ও পরীক্ষা নেওয়ার দাবিতে গতকাল বেলা একটায় শিক্ষক সংগঠনের আরেকটি অংশ সম্মিলিত শিক্ষক সমাজের ব্যানারে উপাচার্যকে স্মারকলিপি দিয়েছে।

সম্মিলিত শিক্ষক সমাজের আহ্বায়ক গণিত বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হাফিজুর রহমান বলেন, গত মে মাস থেকে কারও বেতন হয়নি। সাবেক উপাচার্যের অনিয়মের কারণে এমনটি হয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। এ ধরনের পরিস্থিতিতে অবিলম্বে ইউজিসির হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন তিনি।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) বেতনভুক্ত শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা ৩৩৬ জন। সাবেক উপাচার্য মুহাম্মদ আবদুল জলিল মিয়া ইউজিসির অনুমোদন না নিয়ে, পদ সৃষ্টি না করে অতিরিক্ত ৩৩৮ জন শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেওয়ায় মোট শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৭৪ জনে। এদিকে অস্থায়ীভাবে অতিরিক্ত নিয়োগ পাওয়া ৩৩৮ জন শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীর চাকরির মেয়াদ গত জুন মাস শেষ হয়েছে।

অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ পাওয়া এসব শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী গতকাল থেকে আন্দোলনে নেমেছেন। তাঁরা অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট আহ্বান করেছেন। এর আগে তাঁরা গত মঙ্গলবার উপাচার্যকে দেড় ঘণ্টা কার্যালয়ের বাইরে থেকে তালা মেরে অবরুদ্ধ করে রাখেন। পরে পুলিশ এসে উপাচার্যকে উদ্ধার করে।

আন্দোলনরত অস্থায়ী নিয়োগ পাওয়া প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের যুগ্ম আহ্বায়ক আবুল কালাম মো. ফরিদ উল ইসলাম বলেন, 'অস্থায়ীভাবে নিয়োগ হওয়ার পর আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল চাকরি স্থায়ী করা হবে। কিন্তু তা করা হচ্ছে না। এ কারণে আন্দোলন ছাড়া কোনো বিকল্প নেই আমাদের। তাই অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট আহ্বান করা হয়েছে।'

উপাচার্য এ কে এম নূর-উন-নবী বলেন, 'সাবেক উপাচার্যের আমলে পদ সৃষ্টি না করে অতিরিক্ত লোকবল নিয়োগ দেওয়া হয়। তাদের মেয়াদ গত জুন মাসে শেষ হয়েছে। তাদের চাকরি স্থায়ীকরণের বিষয়টি ইউজিসিকে অবহিত করেছি। এখানে আমার কোনো এখতিয়ার নেই।'

চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গতকাল ধর্মঘট পালন করেন শিক্ষক-কর্মকর্তারা ● ছবি : প্রথম আলো